# হৃদয়ে কবিতা

## আবু জাফর মহিউদ্দীন

হৃদয়ে কবিতা আবু জাফর মহিউদ্দীন
প্রথম প্রকাশ অমর একুশে গ্রন্থমেলা- ২০২৪
© লেখক
প্রচ্ছদ ঐকতান
প্রকাশক এ. কে. এম. আনোয়ার উদ্দিন টুটুল
ঐকতান প্রকাশন
ফোন : ০১৮৫১৩৬৮৪০৫ , ০১৯৭৮৮০৫০১৯
ই-মেইল : anweruddin8405@gmail.com
কম্পোজ ঐকতান কম্পিউটার্স
অনলাইন পরিবেশক Rokomari.com
মূল্য ২৫০ টাকা মাত্র
Hridoye kabita Published by Oikotan Prokashon
38, Banglabazar, Dhaka-1100.
Price : BD Tk. 250
ISBN-978-984-98429-5-8

# উৎসর্গ

জান্নাতবাসী বাবাকে

## লেখকের কথা

ছোট বেলা থেকেই বাবার অনুপ্রেরণায় কবিতা ও ছড়া লিখতে শুরু করি। অনেক কবিতা হয়ে যায় কিন্তু ছোট বেলার ঐ সব ডায়েরী কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন লেখালেখি শুরু করি আর অপ্রকাশিত কবিতাগুলো একত্রিত করে একটা পাণ্ডুলিপি তৈরি করি। আমার বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরে অনুরোধে এই কাব্য গ্রন্থ। আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী রূপা খাতুন সে অনেক উৎসাহিত করেছে। এই কবিতায় প্রধান উপজীব্য 'প্রকৃতি'। তবে স্বাধীনতা, দেশপ্রেম, বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, শিশু, আধুনিক কালচার, খেলা, আবেগ, হতাশা, প্রেম, ভালোবাসা, স্মৃতি, ঘুষ, দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় বিবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। আশা করি সকল পাঠকের ভালো লাগবে। পরিশেষে আমার অপরিপক্ক সীমাবদ্ধ জ্ঞানে হয়তো মনের অজান্তেই ভুলত্রুটি হয়েছে তা সকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মহান আল্লাহ সকলের সহায় হোন। আমিন।



## সূচিপত্র


| শিরোনাম | পৃষ্ঠা | পৃষ্ঠা | শিরোনাম |
|---|---|---|---|
| বাবার স্মরণে | ০৭ | ৪৪ | নতুন সূর্য আবার আসবে |
| সেই তো বাবা | ০৮ | ৪৫ | আধুনিক সমাচার |
| মা-বাবা | ০৯ | ৪৫ | মিছে চোর |
| "মা" মানে | ১০ | ৪৭ | জ্ঞানের জয় |
| 'মা' জননী | ১১ | ৪৯ | মহান রাজা |
| মমতাময়ী মা | ১২ | ৫০ | একুশ |
| ভালোবাসি | ১৩ | ৫১ | শেখ মুজিব |
| আমার দেশ | ১৪ | ৫১ | স্বাধীনতা |
| সবুজ দেশ | ১৫ | ৫২ | ভয়াল রাতগুলো |
| ফসলে বাংলাদেশ | ১৬ | ৫৩ | স্বাধীনতা মানে |
| পদ্মা সেতু | ১৭ | ৫৪ | এগিয়ে যাও বাংলাদেশ |
| সিরাজগঞ্জের বীর সাহসী | ১৮ | ৫৫ | জোনাকি পোকা |
| মন | ১৯ | ৫৫ | প্রজাপতি |
| ডিজিটালে শেষ বাংলাদেশ | ২০ | ৫৬ | রংধনু |
| শিক্ষার বেহাল দশা | ২১ | ৫৭ | শীত |
| রাজনীতির হালচাল | ২২ | ৫৮ | শীতের আগমন |
| দ্রব্যমূল্য | ২৩ | ৫৯ | মেঘ |
| কার ইশারায় চলে | ২৪ | ৫৯ | ফুল |
| ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) | ২৫ | ৬০ | ঝড় |
| নবী পরিবার | ২৬ | ৬১ | বৃক্ষ |
| মহররম | ২৭ | ৬২ | শরতের বার্তা |
| মসজিদ | ২৮ | ৬৩ | স্বাগতম হেমন্ত ঋতু |
| পবিত্র মিরাজ | ২৯ | ৬৪ | রাত |
| শবে বরাত | ৩০ | ৬৫ | বৃষ্টি |
| শিশু | ৩১ | ৬৬ | বৃষ্টিতে হাঁটা |
| অমর জীবন | ৩২ | ৬৭ | খেজুরের রস |
| শিক্ষক | ৩৩ | ৬৮ | ফিলিস্তিনের আর্তনাদ |
| ভুল | ৩৪ | ৬৯ | চলো ফিলিস্তিনে |
| আমার ছোট কাগজের নৌকা | ৩৪ | ৭০ | স্মৃতি |
| বলতে হবে | ৩৫ | ৭১ | অপরাধ |
| সকাল বেলা | ৩৬ | ৭২ | নারীর বন্দনা |
| আহবান | ৩৭ | ৭৩ | কল্পনা |
| নৈতিকতার পরাজয় | ৩৭ | ৭৪ | প্রিয়তমার সন্ধান |
| যৌতুক | ৩৮ | ৭৫ | স্বপ্নের রাজকন্যা |
| মানুষ মানুষের জন্য | ৩৯ | ৭৬ | তোমাকে ভালোবাসি |
| মানুষের ব্যবধান | ৪০ | ৭৭ | তুমি আমার |
| আকাঙ্ক্ষা | ৪১ | ৭৮ | যদি ফুল হতে |
| হিংসা | ৪২ | ৭৯ | শীতের সকাল |
| শ্রমিক | ৪৩ | ৮০ | বিদ্যা |

## বাবার স্মরণে

জীবনের ক্ষনে ক্ষনে
যার আদর্শে বড় হয়ে,
কত স্নেহ কত জল
সুখের দোলা!
এমনী মুহূর্তে চলে গেলে
ভূ-ভাগ ছাড়িয়া।
কি এমন সময় হলো
চলে তুমি গেলে,
খোদার সাক্ষাৎ বুঝি
দুনিয়া ফেলে।
থাক বাবা শান্তিতে
থাক তুমি বেহেশতে
বুঝি এবার দেখা হবে
রোজ ঐ মাহশারে।
তুমি ছিলে বুজর্গ
ছিলে তুমি বিরদ্ধ
নামামৃত স্বরণ করে
চলে তুমি গেলে।



## সেই তো বাবা

যার হাত ধরে আমরা
আগে হাঁটতে শিখি।
"আরে ভয় পাচ্ছ কেন?
আমি তো আছি..."
এই তো বাবা....... ।

নিজে পরিশ্রম করে
যে মানুষটি  সন্তানের তরে
ভবিষ্যৎ গঠন করে
অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে
সেই তো বাবা...... ।

হাজার শাসন সত্ত্বেও
একটি মিষ্টি স্নেহময় কণ্ঠ
হাজার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও
মুখে হাসি নিয়ে দুরন্ত
চাহিদা মেটানো মানুষটি
সেই তো বাবা...।

কঠোর পরিশ্রম করেও
ঘরে এসে সবার মুখে
যে মানুষটি আপনাকে হাসায়
শত সমস্যা লুকিয়েও
সেই তো বাবা...।

## মা-বাবা

মা-বাবা মরে না, কখনো
তাঁরা বেঁচে থাকে হৃদয়ে,
তাঁদের মিস করি কিভাবে
যার সাথে যুক্ত সুতোয়ে।

আমাদের বাবা-মা আমাদের সাথে
আমরা চিরকাল তাঁদের পাশে,
হয় কখনো চোঁখের আরালে
কিন্তু প্রতি মুহূর্তে অনুভব আসে।

কখনও তাঁদের কণ্ঠস্বর শুনি
যখন প্রয়োজন হয় পরামর্শের,
তাঁদের অভিবাদন সন্ধান করি
যখন ভুলে পথ ধরি বিপথের।

এই ধরার বুকে মায়া-মমতায়
পিতামাতার মতো আপন হয় না,
তাঁরা যত্ন করে, তারা উদ্বিগ্নও
আপত্তিকর বাক্যাংশ মনে রাখে না।

তাঁদের ভালবাসার প্রতীক অসীমতা
পূরণ হবেনা কখনো তাদের শূন্যতা,
সন্তান হয়ে  ধন্য, মোদের এই প্রার্থনা
তাঁদের ভালো রেখো দয়াময় বিধাতা।



## "মা" মানে

মা, কেবল একটি শব্দে মধু মাখা
সর্ব প্রথম মা, নামাটি বলতে শেখা,
মা, মানে এক আকাশ ভালোবাসা
মমতায় জড়ানো শত অর্থে ঠাসা।

মা, মানে সন্তানকে আগলে রাখা
যার হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পায়ে চলা
তৃষ্ণা মিটে মায়ের পানে চেয়ে
মা, শুধু মা, নামাটি স্বর্গে বলা।

মা, মানে শুধু নয় নির্ভরতা
তার তীক্ষ্ণ চোখে শত সহস্র যন্ত্রণা
নিমিষেই মিটে, প্রতিদান না চাওয়া
তিনি হলেন মা, তাঁর নেই তুলনা।

মা, শুধু মা তিনি মাতৃভাষার কোল
মা, মানে একটি ভাষা যা সর্বজনীন,
বিশ্ব মুঠোয় একটি ব্যতিক্রমী গুগল
যার আগে শব্দ টাইপ, নেই প্রয়োজন।

মা, শুধু মা, তিনি বিধাতার অগ্রদূত
মা, হল স্বীকৃতির একটি উচ্চ আদালত।
মা, মানে নিরপেক্ষতার মহান সংবিধান,
যার নীতিমালায় দীপ্ত মানবতার জয়গান।

মা, শুধু মা, তিনি বিদ্যায় মহীয়ান
মা, মানে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছক
যে শিক্ষালয়ে গড়ে সত্যের পাঠদান
মা, হলেন শিক্ষার প্রথম শিক্ষক।

মা, মানে সেবিকা তিনি সেবায় অগ্রজ
মা, মানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ হাসপাতাল!
শত বিপদের মায়ের  হস্তই একটি কবজ,
মা, মানে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসার, মুক্ত সকাল।

মা, জান্নাত, প্রতিটি  সন্তানের বাতি ঘর
মা, শ্রেষ্ঠ রাঁধুনি, বিধাতার সেরা দান
মা, মানে অসংখ্য উদাহরণ, নেই সংজ্ঞা,
তাইতো বলি ওগো মা, তুমি মহান।

# 'মা' জননী

মা, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়,
তুমি স্নেহশীল, তুমি অতুলনীয়।
তুমি মা, আমার জন্মদাত্রী,
তোমার কোলে চড়ে আমি
কাটিয়েছি দিবা- রাত্রি।

তোমার কল্যাণে হয়েছি বড়
পেরিয়েছি শত বাধা, কত ঝড়
মাগো কত কষ্ট করেছো সহ্য
সামান্যতম ব্যথা রাখোনি মনে
অনুভব করি আমি আজো।

আমার দুঃখে দুঃখিত হও
আমার সুখে সুখী রও।
আমি আজ তোমার জন্য
সুন্দর এই মায়াবী পৃথিবীর
আলো-বাতাস, পেয়ে ধন্য।

তুমি মা, হলে আমার ছায়া
তুমি আমার প্রাণ, দিলে দয়া
তোমার চরণে মোর ভালোবাসা
শত বিনম্র-শ্রদ্ধা আর প্রার্থনা
ভালো  থাকো মা এ প্রত্যাশা।



# মমতাময়ী মা

মা মানে অসীম আকাশ
যার নেই  কোন তুলনা,
মা মানে রাত্রি জাগরণ
তার সন্তান নিয়ে ভাবনা।

মা মানে অফুরন্ত আদর
আর নতুন নতুন বায়না,
মায়ের মত এতো আপন
কোথাও তো পাই না।

মা মানে  কোল জড়িয়ে
যার সীমাহীন মাতৃ-ছায়া
মা নামটি এতোই মধুর
ছোট্ট শব্দ অনেক মায়া।

মা মানে ছোট্ট বেলায়
গামলায় বসে উষ্ণ স্নান,
কপালে টিপ চোখে কাজল
থাকুক অটুট অম্লান।

মা মানে কোলে বসে
আদর করে খাওয়ানো,
ঘুম পেলে মায়ের কোলে
মাথা রেখে ঘুমানো।

মা মানে বসে সারাদিন
আমার কথা চিন্তা করে,
এমন মায়ের প্রতি ভালোবাসা
যেন থাকে সকলের অন্তরে।

মা মানে বিদ্যা-বুদ্ধিমত্তা
মা মানে হাতে খড়ি,
মায়ের ভাষায় আমার ভাষা
তার ভাষাতেই গড়াগড়ি।

মা মানে তিনি গৃহলক্ষ্মী
যার চরণ তলে জান্নাত,
মা সবার আশা-ভরসা।
মোদের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

মা  সকাল মা সন্ধ্যা
মা হলো সকল আঁধার,
এই জগতে মা ছাড়া
সব কিছুই তো অসাড়।

মা এই দেশের মাটি
মাতৃ মায়ের প্রকৃতি,
মা আছেতো আমিও আছি
মাকে আমি ভালোবাসি।

# ভালোবাসি

ভালোবাসি আমি বাংলার মাটি
ভালোবাসি কৃষকের হাসি-মুখ,
যে মাটির তৃষ্ণা জড়িয়ে বুকে
মিটায় মায়ের দুঃখ।

ভালোবাসি আমি বাংলার আকাশ
ভালোবাসি জন্মভূমি মাতৃ কোল,
যে কোলে শুধু স্নেহ -মমতা
নেই কোন কোলাহল।

ভালোবাসি আমি প্রিয় বঙ্গবন্ধু
ভালোবাসি বলিষ্ঠ কণ্ঠ তার,
যার কণ্ঠের হুংকার রণে
পেলো স্বাধীনতা উপহার।



# আমার দেশ

আমার দেশ সুন্দর বেশ
গাছ-গছালি পাক-পাখালির
নাই তুলনার শেষ।

ঋতুর দেশ মানায় বেশ
গ্রীষ্মকালের নতুন ধানের
নতুন সমাবেশ।

কৃষক ভাইয়ের মুখের হাসি
ডালা ভরা ফলা দেখে,
হাসে আমার দেশ।

আঁকা বাঁকা নদী-নালা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে করছে খেলা
আনন্দের নেই শেষ।

গাছের ডালে পাখা মেলে
হরেক পাখি নানান সুরে
মোজে আছে বেশ।

ফুলে-ফলে দলে দলে
ভ্রমরগুলো তালে তালে,
বলে বাংলাদেশ।

## সবুজ দেশ

সবুজ শ্যামলা রূপময়
এই দেশ এই বাংলা,
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার চঞ্চল
এই তরঙ্গ দোলা।

পাখির কুজন, ভ্রমর গুঞ্জন
ফুলে প্রজাপতির মেলা,
প্রকৃতি হিল্লোল মনেতে উচ্ছ্বল
মুগ্ধ সকাল বেলা।

ফুল ফলে  ডালা ভরা
আমার প্রিয় এই জন্মভূমি,
সারি সারি বৃক্ষরাজি
মুগ্ধ হয়েছি আমি।

মেঠো আঁকা বাঁকা পথ,
মাঠে সবুজের পল্লব,
মুগ্ধ তোমাতে, রূপমাধুরীতে
বাংলা আমার গৌরব।



## ফসলে বাংলাদেশ

ফসলের মাঠ
পুকুরের ঘাট
পথের বাট
সবুজের হাট।
পাখির গান
সাগরের তান
সৃষ্টি সবই
আল্লাহর দান।
ফসল ফুল
নদীর কুল
মায়া মমতায়
প্রেমে অতুল।
অসীম আকাশ
প্রতুল বাতাস
খোদার দানে
নিচ্ছি প্রশ্বাস।
রবির কিরণ
জ্বালিয়ে ভূবন
শশির প্রদীপ
নিশিতে আপন।
এই দেশ
সবুজ বেশ
রূপে অনুপম
বাংলাদেশ।

# পদ্মা সেতু

জাতির গর্ব বিশ্বের বুকে
শোর শুনি বাংলার,
দুনিয়ার বুকে নয়নাভিরাম সেতুর
কে এর রূপকার।

এই পদ্মার রূপকার যিনি
বঙ্গবন্ধুর মানস কন্যা,
পিতার স্বপ্ন করেছো পূরণ
দেশমাতা শেখ হাসিনা।

মনে আনন্দ হিল্লোল বয়
গোটা দক্ষিণ বাংলায়,
স্বপ্নের সেতু, পদ্মা সেতু
পেল তার দৃঢ়তায়।

এ পদ্মাকে ঘিরে গড়বে
মিল, শিল্প-কারখানা,
বদলে দিবে জাতির ভাগ্য
অর্থনীতির নতুন নিশানা।

এই পদ্মা সেতু নয়
শুধু অপামার এ দেশের
বাংলার কুলি-মজুর, দুস্তর
এ জনগণের অর্থের।

শত বাঁধা শত জটিলতা
ভেঙ্গে করিলে জয়,
ভিত্তি দিলে পদ্মা সেতুর
সালাম জানাই তোমায়।

পদ্মা-যমুনা যতদিন রবে
রবে মুজিবর রহমান,
জনতার মনে আজীবন রবে
পদ্মা সেতুর অবদান।



# সিরাজগঞ্জের বীর সাহসী

জানো কি? সিরাজগঞ্জ বাসী
তোমার জেলায় আছে ঘুমিয়ে,
অগনিত কত, বীর সাহসী
তাদের কখনো যেওনা ভুলিয়ে।

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে
অগ্রে ছিল যার শীর,
যার লিখনী ফুলকীতে লুটতো
কাঁপত মসনদ ব্রিটিশবাদীর।

তিনি হলেন বাংলা  স্বাধীনতার
প্রথম প্রতিবাদী রাজবন্দী! জী,
অনল প্রবাহের লেখক তিনি
কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

আজন্ম সংগ্রামী এক সিপাহ্সলার
ভাষা আন্দোলনে করেছে কৌশিশ,
প্রথম সংসদে বাংলা তার ভাষণ
কণ্ঠে মাওলানা রশীদ তর্কবাগীশ।

সাহিত্যের এক উজ্জ্বল তারকা
বিজ্ঞানে যিনি ছড়িয়েছেন দ্যুতি,
শিশু কিশোরের প্রিয়  লেখক
তিনি আব্দুল্লাহ আল মুতী।

দুস্তর-মজুর, কৃষক-কামারের
মেহনতী শ্রমিক বঞ্চিত যিনি
তাদের দরদী, বন্ধু জনতার
আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী।

বাংলার বুকে মদিনার আলো
ছড়িয়েছেন যে মহান ওলী
এনায়েতপুরে তার সমাধী, তিনি
খাজা শাহ ইউনুস আলী।

একাত্তরের মহা- যুদ্ধ রনে
সাহসী বিচরণে অবদান যার,
তিনি শহীদ কর্ণেল মুনসুর
জাতীয় নেতা উপাধি তার।

তারই যোগ্য  পুত্র, উত্তরসূরী
বাংলার সেরা তিনি মন্ত্রী,
যার অবদান ছিল অপরিসীম
মরহুম নেতা মোহাম্মদ নাসিম।

## মন

হৃদয়ে পদ্ম আবরণে
যাচনা এ মন,
কত আশা কত কল্পনা
জাগে সর্বক্ষণ।

ভালো -মন্দ, সুখ-দুঃখ
অংকিত কত ছবি,
ধাঁধানো আরো কত স্বপ্ন
অনার্থ যদিও ভাবি।

মন এক শব্দ যদিও স্তব্ধ
বিরহ দরিয়া বয়,
নিপুণ মোহনী চন্দ্র রজনী
স্মৃতি কথা সে কয়।

মন হতাশা, মন পূর্ণতা
কখনো পূর্ণিমা হয়,
কখনো মিলন কখনো ছেদন
বিচ্ছেদ  কিবা লয়।



## ডিজিটালে শেষ বাংলাদেশ

দেশ আজ নরকের সাক্ষী
হতাশা জাতীর ভীত,
মানুষের মাঝে নেই শান্তি
আছে বেদনার গীত।

দেশ গড়ার আজ শপথ যাদের,
তারাই দেশের শত্রু
করে লুটপাট দেশের অর্থ,
তারা জ্ঞানপাপী  সমাজ দস্যু।

চারদিকে শোর  দেশ নাকি?
আজ মহা উন্নতির শীর্ষে  !
জাতী বুঝে গেছে শুধু পথঘাট ছাড়া
সব পচ্যাৎ চোখে শস্যে।

দ্রবের দামে চাপাপড়ে আজ
নাকাল মধ্য নিম্ন বিত্ত,
ভালো আছে শুধু, যারা চাটুকার,
তারা সরকারী লোক ভক্ত।

কোন ইতিহাসে নৈতিক জ্ঞানে
মরিচ-পিয়াজে দাম চারশ,
ব্যাংক লুটপাট, শেয়ার বাজারে ধস
সরকার যা বলে হাস্য।

দেশ স্বাধীনতার অর্ধশতক পেরিয়ে
আজো নয় জাতির মুক্তি,
কোন অভিশাপে জাতীর ললাটে
এলো দূর্ভোগ অপশক্তি।

## শিক্ষার বেহাল দশা

শিক্ষার আজ বেহাল দশা
নাই শিক্ষার মান,
অটো পাশ আর অটো রিকশা
এই দুটিই সমান।

শিক্ষা গুরুর হাতে শানিত
থাকবে চক, ডাস্টার
রাজনীতির অপ ছয়লাভে এদের
সম্মান নেই আর।

নকল হলো আমার দেশের
উচ্চ বিদ্যা ভাই,
দেশের মানুষ আর না শিখুক
নকল চর্চা চাই।

পরীক্ষার খাতা কেড়ে নেওয়ায়
যদি ঝরে থাপ্পড়,
ছাত্রের হাতে ওস্তাদ অপদস্থ
জানাই প্রতিবাদ ঝড়।

হও হুশিয়ার লও হাতিয়ার
শিক্ষার দরকার নাই,
আমার দেশের নেতার মুখে
এমন কথাই মানায়।

দেখতে সাধু কথায় পটু
লেখা পাড়ায় ভোঁতা,
দিনের ভোট রাতে দিয়ে
সেই হয়েছে নেতা।

নকল রাজা নকল প্রজা
নকলেই দেখি দেশ,
শিক্ষার জন্যে কেঁদে কি লাভ
নেই কোনো পরিবেশ।

পাতা ছিড়ে লিখতে কঠিন
হও ডিজিটাল, টাউট,
এই গণিতে গড়ছে দেশ
বিবেক হয়েছে আউট।



## রাজনীতির হালচাল

বাংলাদেশের রাজনীতির হাল
কি বলবো আর,
হিংসা ফাসাদ মিথ্যা অপবাদ
সমাজ ব্যাপিয়া প্রচার।

রাস্তা-ঘাটে যেথায় সেথায়
তাকাই পাঠশালাতে,
জাতির অকর্মা ভণ্ড- মূর্খ
তারাই রাজনীতিতে।

অতীতে যে রাজনীতি ছিল
মানবতায় দেশ-ভক্ত,
আজ তারা ক্ষমতার লোভে
খুন পিপাসায় মত্ত।

মারামারি আর লাঠালাঠি
যাদের পেশা দখল-খুন,
দেশের টাকা করে লুটপাট
তাদের ব্যবসা দ্বিগুণ।

আজ রাজনীতির  হালচাল
নেই ভোট ভোটাধিকার,
দেশে আজব লুটপাট
সরকার নাই দরকার।

## দ্রব্যমূল্য

অতিষ্ঠ মানুষ এক নাভিশ্বাসে
আজব দেশ নাকি বদলে গেছে।
বলেন, দেশের নেতা মুখে লাজহীন
চাউলের দাম বেশি নেই ভিটামিন।
আলুতে  আমিষ আছে খাও প্রতিদিন,
এই তোপ শুনে জাতি হয়ে জ্ঞানহীন।
ডিজিটালে বেশ ধরা মূলে নয় ছয়,
সেলফি মিডিয়া ক্রু সব মিছা কয়
দলের প্রধান যার মুখ পাতলা
কুমড়ার বেগুনী খাও  বাজার চড়া।
বারোশ কেজি দরে কাঁচামরিচ
হিসেব বাঁচাতে ফ্রিজে রাখো পিচ পিচ।
বন্দী শিকলে দেশ বেড়ে দুর্নীতি-ঘুষ,
রাঁধুনি তেলের খোঁজে মানুষ বেহুঁশ।
দেশের আকাশে আজ শকুনের বাস
গরীবের টাকা  আজ ধনীদের গ্রাস।
ভাত-রুটি, পরনের সুতি, চাই সস্তায়
এ কথা বলাটাই পাপ, হর-হামেশায়।
নির্জন নিভৃতে কাঁদে এই জনগণ
স্বাধীন হয়েও দেশ, এ জাতির মরন।



## কার ইশারায় চলে

মেঘের ডাকে জমিন কাঁপে
বর্ষে পানির ধারা,
ফল ফসলে ভরে ওঠে
মাঠ ঘাট সারা।

পানির  মূল্য দিতে পারে
কে আছে ধরনীতে
শুকুর বিনে উপায় কিরে
জীবন বাঁচায় পানিতে।

মাঠে মোরা বীজ ছাড়ি
সবাই ফিরি বাড়ি,
মাটির গর্ভে পোষে কুঁড়ি
আনন্দে মোরা লুটি।

কখনো ভাবি, কার ইশারায়
এই পৃথিবীর চলে,
বৃক্ষের মাঝেই রিজিক মোদের
থাকি ভবনের তলে।

সাগর- নগর, খনি দানা
সবই প্রভুর জানা,
যার দয়াতে আছি ধরায়
তাঁর নাফরমানি মানা।

## ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

চারদিকে বাজে দামামা
বহিয়া ধরাতে ঈদ,
এসেছে সোমবার রবিউল আউয়াল
খুশি বহিছে গীত।
আমেনার ঘরে নন্দন যিনি
গাহিতে সাম্যর গান,
শিরক-কুফর নিমিষে উৎখাত
ঘোষিতে বিধাতার শ্লোগান।
আকাশ বাতাস মুখর করে
পৌঁছে দেয় বার্তা ঘরে,
বৃক্ষ গুল্ম তৃণ-লতা
ভধুর সলিলে দরুদ স্বরে।
শিরক কুফর ভরেছিল,
ছিল সে অমানিশার রাত,
মারামারি লাঠালাঠি
ছিল না কোথাও বাদ।
নবী মোহাম্মদ কেমন ছিলেন
ভাবতে শিহরে প্রাণ,
খোদার পরে শ্রেষ্ঠ সম্মানী
আজো হৃদয়ে হয়ে অম্লান।



## নবী পরিবার

মাকবুল বান্দা হতে আল্লার
অনুসারী হও তুমি নবী মোস্তোফার,
পাপ রাশী ক্ষমা পেতে
মহা রবের প্রিয় হতে
রাসুলের দোস্ত হতে, বলে কুরআন।

আহলে বায়েত যারা নবী পরিবার
এরাই ঈমান তোমার হও হুশিয়ার,
হাসান-হুসাইন দুটি ফুল
তারা সর্দার জান্নাতী হুর
ভুলোনা কখনো তাঁদের, নবী ফরমান।

আসো দোস্ত বন্ধু মুমিন মুসলমান
সঠিক আকিদায় গড়ি সুদৃঢ় ঈমান
আহলে সুন্নাত জামাত মতে
ইসলাম তোমার পূর্ণ হতে
আওলাদে রাসুল তাঁদের, কর সম্মান।

## মহররম

মহররম মানে বেদনার ছবি
হৃদয়ে মর্মস্পর্শী ব্যথা,
ইমাম হোসেন তাঁর রক্ত খুনে
কারবালা আজি গাথা।

মহররম মানে মুসলিম ঐতিহ্য
শত স্মৃতি তাতে ঘেরা,
কত নবী তাতে পেয়েছে মুক্তি
ভেঙে কুফুরের কারা।

মহররম  মানে মুসলিম শিক্ষা
মাথা তুলে দাঁড়াবার,
বাতিলের যত হিংস্র থাবা
জান দিয়ে লড়বার।

মহররম মানে বিশ্ব শান্তি
কাঁধে কাঁধ মিলে হাসি,
জাতিতে জাতিতে আর নয় যুদ্ধ
ভেঙে ফেল সব অসি।

মহররম মানে পবিত্র আশুরা
বয়ে স্মৃতি মুছা নবীর,
ফেরাউন থেকে পেয়েছে মুক্তি
পেরিয়ে সূরঙ্গ নদীর।

মহররম মানে পহেলা বছর
মুসলিম ঐতিহ্যে ভরা,
আসুক শান্তি লটুক দুঃখ
উজ্জ্বল হোক ধরা।



## মসজিদ

মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর
রহমত যার খাজিনা,
যত বড় বীর নত করে শীর
আল্লাহ ছাড়া ডরে না।

মসজিদ হতে মুয়াজ্জীন মুখে
আসে আযানের সুর,
সর্বকর্ম ছেড়ে, মুমিন ছোটে
পেতে হেদায়েতের নুর।

মসজিদ হলো দীনের মশাল
বাড়ে ঈমান পরশে,
ধনী-গরীব নাই ভেদাভেদ
সবাই সবার পার্শে।

মসজিদ হলো জ্ঞানের আলো,
এলেম আমলের দাঈ।
মসজিদ হলো পবিত্র স্থান
রাখো সম্মান ভাই।

অন্যয় রোধে সুপ্ত হাতিয়ার
পূর্ণ্যে তাপসা মন,
নামাজ তার নিয়তি জান্নাত
যদি মানে খুত গুণ।

আল্লাহর সাথে হবে সাক্ষাৎ
পাবে রাহে জান্নাত,
সঠিক দিক্ষা নবীর শিক্ষা
যদি মানে উম্মাত।

নামাজ হলো স্বর্গের চাবি
মসজিদ হলো ওসিলা,
নামাজ আমার জীবন-মরন
মসজিদ আমার কেবলা।

## পবিত্র মিরাজ

বিশ্ব ধরনীর শ্রেষ্ঠ রজনী
মিরাজ এমনী রাত,
আশেক মাশুকের পূর্ণ মিলনী
হয়ে ছিনু মোলাকাত।
সাতাশে রজব রাতটি সে দিন
ছিল দীপ্ত আভাকর,
মাহবুব আজি ধন্য করিতে
চলিল মাশুকের দরবার।
বিশ্ব নবী উদ্ধ গগনে
আসিবে যখনই শুনি,
তামাম জাহান বাজি দোতারা
মারহাবা কলধ্বনি।
আকাশ বাতাস মুখরিত আজি
খুশিতে আত্মহারা,
চন্দ্র সূর্য হুর ফেরেশতা
আজি হরষে মাতয়ারা।
কাবার পাশে নূর নবীজি
শুয়ে তন্দ্রা বিভোর,
মাহবুব হে মুহাম্মাদ গো
ভেসে এলো এক স্বর।
চোখ মেলে দেখে বার্তা নিয়ে
দাঁড়িয়ে জিব্রাইল,
খোদার তরেতে এসেছে এলান
নূরে নূরে হবে মিল।
বোরাক ছুটিল তড়িৎ গতিতে
চলে ছুটে মোকাদ্দাস,
সকল নবীর ইমাম হয়ে
দু-রাকাত নামাযে দরস।
উদ্ধ গগনে ক্ষিপ্ত গতিতে
দুয়ার করিয়া ভেদ,
একে একে সাত তলা
আসমান ভেদিয়া ছেদ।
চলিল ছন্দে মোহিত গন্ধে
পৌছিল ছিদরাত মুনতাহায়,
কহিল বোরাক আরজ কণ্ঠে
হাবিব দেন গো বিদায়।
নবীর তরেতে আসিল সেথায়
সবুজ বাগিচা রফরফ,
সত্তর সহস্র নূর পর্দা
পাড়ি দিয়ে আরশ তাওয়াফ।
দয়াল নবীজি পৌছিল আরশে
গাহিল খোদার শান,
হুর-বালা আর ফেরেশতারা
সকলে গাইছে গান
মুক্ত কাননে দীপ্ত হয়ে
আসিল মোদের মাঝে,
খোদার দিদার পঞ্চ নামাজ
এসেছে নতুন সাজে।



## শবে বরাত

হাত ছানি দিয়ে প্রভুর তরেতে
আসে ঐ আহবান,
নাজাত রজনী শবে বরাতে
কর ইবাদত মুসলমান।

দয়াময় বিধাতা, আরশ ছেদিয়া
প্রথম গগনে ঠাই,
রহমত আর নাজাত রজনী
স্মরি খোশ নাবাই।

বান্দা যত পাপ করিয়া রত
চাই যদি ক্ষমা ত্রাণ,
ভাগ্যর রাত, পাপ মুছিয়া ছাপ
হবে নব নিষ্পাপ।

দিল খোল ওরে মুসলিম ভাই
নিজ পাপ মনে এনে,
অন্যায় আর অনাচার রোধে
জল ফেল রব পানে।

চাই নাকো ধন, চাই শুধু মান
চাই তাঁর দরবারে,
আসুক শান্তি, লুটুক দুঃখ
সব মানবের অন্তরে।

হিংসা- দম্ভ, অনাথ-অসভ্য
নিপাত হোক সে লয়ে,
সাম্য- ভ্রাতৃত্ব, তাকওয়া কবজে
প্রভু দাও সে হৃদয়ে।

# শিশু

যত কাল শিশুর মত
রইব শক্তি হীন
হৃদয়ের অন্তপুরে
রইব ততোদিন

অল্প চোটে পরবো ঘুরে
অল্প দহনে মরবো পুড়ে
অল্প শরীরে লাগলে ধূলা
হবে-রে মলীন।
হৃদয়ের অন্তপুরে
রইব ততোদিন।

অল্প জ্ঞানে পরবো ঢলে
ঘুমের ভানে থাকলে পরে
অলস হয়ে থাকলে বসে
ভবিষ্যত বিলীন।

হৃদয়ের অন্তপুরে
রইব ততোদিন।

যখন মোরা হবো বড়
ধরবো মশাল জ্ঞানের আলো
সঠিক মানুষ তখন হবো
আসবেরে  সুদিন।
হৃদয়ের অন্তপুরে
রইব না সে দিন।



# অমর জীবন

প্রভাত রাঙ্গা তরাতে বন্ধু
হৃদয় বাসনা পূর্ণ হোক,
ক্ষণকালে যেন তুচ্ছ না হেন
অমর জীবন ধন্য হোক।

ধরণী তোমার চরণে লুটবে
গর্বে তোমার ভরবে বুক,
ধর্মের বাণী, মানবতার ধ্বনি
কলমে তোমার ধ্বনিত হোক।

ঈশ্বর তোমার হৃদয় গহীনে
ডাকছে ঐ নব আওয়াজ,
দ্বীনের মশাল ফলকে উঠুক
তোমার হাতে স্পর্শে আজ।

অসির ঝংকার হিংসা হুংকার
পদ তলে কর খানখান,
মসীর তুলিতে মানব অঙ্গনে
ধ্বনিবে তোমার জয় গান।

# শিক্ষক

শিক্ষক মানে মনুষ্যত্ব
যিনি সবার গুরু,
অজ্ঞাতার আঁধার রুখতে
যার হাতে পাঠ শুরু।

শিক্ষক মানে সদয় ব্যক্তি
বিশ্বস্ততা তাঁর সঙ্গী,
শিশু কোচির মনন চিন্তায়
দেন শিক্ষা ফেরে দৃষ্টি।

শিক্ষক মানে পরশ পাথর
যার ছোঁয়ায় জগত আলো
জ্ঞান-বিজ্ঞান দেন সন্ধান,
দ্রু করে সব ভ্রান্তি কালো।

শিক্ষক হলো দীপ্ত প্রদীপ,
তার ফুৎকারে নেভে অমানিশা,
আমরন তারে দাও সম্মান
রাখো স্মরণে পাবে দিশা।



# ভুল

ভুল জনম, ভুল ভুবন
ভোলা মন ভুলে সৃষ্টি,
ভুলে অচেতন, ভুলে শিহরণ
ভুলে শেখায়, ফেরে দৃষ্টি।
ভুল রোদন ভুলে আলাপন
ভুলে প্রেম মনে ছলনা,
ভুলে পরিচয়, বিচ্ছেদে হয়
অভাগী মানব মনে যন্ত্রণা।
ভুল শাসন আনে শোষণ
ভুলে দুর্ভাগা জাতির লাঞ্ছনা,
ভুলে উচ্ছ্বাস পেয়ে আশ্বাস
মিছে আশা বাজে সান্ত্বনা

# আমার ছোট কাগজের নৌকা

আমার ছোট্ট নৌকাটি কাগজের তৈরি
আমি সবসময় এটি নিয়ে খেলাকরি
আমি জানি তাকে ভিজানো উচিত নয়
কিন্তু তাকে হাঁটতে চাই জল পাল-তোলায়।

আমার ছোট নৌকা পাল দেখো
এর মহান যাত্রা উপভোগ করো
কিন্তু আমি এটা ভিজতে চাই না
আমি জানি এটা ভেঙ্গে পড়বে।

একদিন আমার নৌকা থাকবে
আমি তা সমুদ্রে চালাব, যাত্রা করব
যাতে অনেক কিছু স্বপ্ন দেখেছিলাম
সেই প্রথম নৌকায়, যখন ছোট্ট ছিলাম।

## বলতে হবে

বলতে হবে সত্য কথা
তিক্ত যদি হয়,
ছাড়তে হবে মিথ্যা কথা
যদিও জীবন যায়।

মায়ের কথা শুনতে হবে
দিতে হবে মন,
বড়র প্রতি মান্য করে
চলবে সর্বক্ষন।

পীড়া যদি হয় কখনো
অপর ভায়ের প্রতি,
স্বীয় বুকে তুলে নিয়ে
করবে তাকে প্রীতি।

গরীব দুঃখি হাত বাড়ালে
দেবে না তাকে ফিরে,
জাতীর সেবা মুক্ত হস্তে
দাও থাকে তাকদীরে।



## সকাল বেলা

ছোট্ট মনি ঘুম থেকে ওঠো
আর করো না দেরী
নিশীত ভোরে মুখ ধুয়ে ওঠো
চলো বাতাসে ঘুরি।

দেখো আকাশের সূর্য মামা
ফিল ফিলিয়ে হাসে,
সুবাস ভরা আলোক ধরায়
সালাম জানাই তারে।

ফুল বাগানের ফুল পাপরী
নাচছে আলোর মেলায়
মধুর সুরে হরেক পাখি
ডাকছে সকাল বেলায়।

ছোট্ট মনি ছোট্ট মনি
আর করো না দেরী
সকাল বেলার মুক্ত বাতাস
খুব যে উপকারী।

বললো মানিক শুভ্র সকাল
বেজায় ভালো লাগে,
পণ করিলাম এখন থেকে
উঠবো সবার আগে।

## আহবান

অন্ধকারের লৌহ কপাট
ভেঙে হউক ছারখার,
সমাজের যত পাপিষ্ঠ শত
হও আজ হুঁশিয়ার।

শীর তোল বীর হাকাও তারানা,
গাহ সাম্যর গান গাওনা,
দুনিয়ার বুকে ধীর পদ ফেলে
মানবতার হাক হাকোনা।

ধনী-গরিবের বিচ্ছেদ ভুলে
সাম্য-মৈত্রীর ইনসাফ লয়ে,
দীপ্ত কণ্ঠে দূর্জয় রণে
ভালোবাসার হাত বাড়াওনা।

## নৈতিকতার পরাজয়

কোথায় সাম্য কোথায় মৈত্রী
হাহাকারে কণ্ঠ লুপ্ত প্রায়,
মানুষের মাঝে সাম্য মৈত্রীর
হতাশায় ডুবে বাঁজিছে ক্ষয়।

হানাহানি আর মারামারি আজ
সমাজ ব্যপিয়া চর্চা হয়,
মানবতার লয় মিথ্যার জয়
ধ্বনিতেছে তাই সুখ কোথায়।

সেই নেতারাজ দেবতা আসনে
বসিয়া হিমেশা করে অকাজ,
কোথায় শান্তি মুক্তি বাণী
মিলিবে সে যশ, সুখী সমাজ।

হামেশা ঘুসে করে দিনপাত
সমাজ চালায় দূর্নিতীবাজ,
মুখে মানবতা কাজ কর্মে ধোকা
ইনসানিয়াতের আজ নেইকো লাজ।



## যৌতুক

যৌতুক নামের নিষ্ঠুর ব্যাধি
মোরা করি পরিহার,
সমাজের ঐ অবালার প্রতি
আর নয় অবিচার।
অনেক শান্তির প্রণাম করে
পাঠায় স্বামীর গৃহে,
দম্পতি তার হারায় সংসার
অর্থ লোভেরই দাহে।
সুন্দর এই সংসার পরে
দারে আসে কোন সুখ,
যৌতুক নামের কৌতুক ঘিরে
সংসারে নামে দুঃখ।
গরীব বাবা কন্যার তব
যদি কিছু থাকে ভিটে,
অর্থের খড়ায় হয় নিসম্বল
দানীতে স্বামীর চটে।
অবশেষে তার কন্যার তরে
পৈতৃক দেয় বিলে,
তবুও লোভ নাহি যায়
মিছে সুখ দেয় ঠেলে।
জোয়ারের ন্যায় নিষ্পাপ বধু,
চোখ ফেটে জল ফেলে
লাঞ্ছনা আর অপমান লয়ে
মরে শেষে তিলে তিলে।

## মানুষ মানুষের জন্য

সত্য মানে নির্ভীক
দুর্জয় মানে বিপ্লব,
চেতনা মানে দেশপ্রেম
মানবতা জাতীর গৌরব।

ঐক্য মানে ভ্রাতৃ
ধর্ম মানে মুক্তি,
সাধনা মানে কষ্ট
অর্জন জীবনের শক্তি।

অবিচল মানে দৃঢ়
ক্ষুধা মানে অন্ন,
মমতা মানে সঙ্গী
মানুষ মানুষের জন্য।



## মানুষের ব্যবধান

বাহিরে মানুষ দেখতে সাদা
না হয় কুৎসিত কালো,
ভিতরে সবার বিরাজে প্রভু
জ্বালায় জ্ঞানের আলো।

কেউ বা করবে বাদশাহী
কেউ বা পথের ভিখারি,
এ নয় আদর্শ কখনো
হবে কারো জমিদারী।

উঁচু নিচু দু'য়ের মাঝে
মুছে ফেলে ব্যবধান,
মানুষের তরে মানুষ মোরা
ধ্বনিব মানবতার গান।

কভু দিয়োনা ব্যথা অপরে
পাইবে কষ্ট পরে,
পর ভাবো তুমি যারে
হয়তো আসবে উপকারে।

কে কোন ধর্ম - বর্ণ
কে কোন জাত-পাতের
যার ধর্ম, কর পালন
তুচ্ছ তাচ্ছিল্য লাভ কিসের।

হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ- খ্রিস্টান
গড়েছি রাষ্ট্র একসাথে,
যে যার ধর্ম করব পালন
চলবো ভ্রাতৃত্বে হৃদয় শপথে।

# আকাঙ্ক্ষা

মনের কল্পনা পাবার আকাঙ্ক্ষা
বোকামি লুব্ধ কিছু,
অনাথ যাচনা খারাপ চর্চায়
নিয়ে যায় ধ্বংস পিছু।

ক্রোশ ব্যথা কঠিন বাধা
হৃদয়ে যদিও দাহন,
তুচ্ছ কার্জ সামনে দীপ্ত
এনে দেয় স্বর্গ বাহন।

আত্ম-সম্মান বংশ-শৌর্য
হোক সে  উচ্চ মাপের,
শান্ত -ভদ্র নাইকো লজ্জ্য
এনে দেয় নগ্ন পাপের।

কঠিন কার্য লহিতে কক্ত
হোক না তীব্র দেরী,
অসীম শক্তি অনড় ধৈর্য
শানিত জীবন তরী।

রাজপথে যত জীর্ণ-বস্তী
ক্ষুধার অভাবে মরি,
দুয়ারে দুয়ারে পাতিলেও হস্ত
অপমান তারে করি।

হৃদয় ইচ্ছে থাকিত অর্থ
বলতাম  একটু রহ,
অর্ধ-আহারীর করি আলিঙ্গন
মিটাতাম তাদের দাহ।



# হিংসা

হিংসা সে যে শত্রু ভীষণ
অহংকার যার মূল,
মানব ত্রাসের জীবন নাশের
নাই কোন তার তুল।

ক্ষুদ্র কনার তুল্য যদি
হিংসা থাকে মনে
সভ্য নহে তুচ্ছ সে যে
সকল মানব পানে।

হিংসা সে যে ধ্বংস করে
মানব হৃদয় মন,
পরের ভাল দেখতে কুৎসিত
জাগে সর্বক্ষণ।

ঈশ্বর বাণী আদমের পানে
সেজদার আহ্বান,
সকলেই মানলো করলো কুর্নিশ
বাকী রইল শয়তান।

শয়তান সে এতোই দাম্ভিক
আগুনে তৈরী যার,
তুচ্ছ মাটিতে সৃষ্টি আদম
কেন সিজদা করবে তার।

আল্লার সেই মহা ফরমান
তুচ্ছ জানিয়া জ্ঞান,
জান্নাত তার হলো জাহান্নাম
নাম হলো শয়তান।

## শ্রমিক

কষ্টে লোচন ফেটে আসে জল
দালান কোঠা রাস্তা কালভার্ট,
যাদের রক্তে কষ্টে অর্জিত ঘামে
বৃথা ভূলুণ্ঠিত তার শ্রম বাহুবল।

বিশ্ব শিল্প যাদের নিপুণ ছোঁয়ায়
ইঁট ভাঙ্গে ওরা, ফোস্কা পড়ে গায়,
নেই ন্যায্য শ্রমের মর্যাদা অধিকার,
প্রতিনিয়ত তারা শোষণের শিকার।

যে মানুষ তার কোমল দেহটা
শ্রমে দানে নিজে করেছে ক্ষয়,
দারা পুত্র পরিবার অন্নের অভাবে
মরে তিলে তিলে শুধু অবহেলায়।

কষ্টের ঘাম পায়ে ফেলে তারা
জীবন নিমেষেই করেছে শেষ,
অপমান লয়ে ঘুরে মানুষের দারে
শূন্য হস্তে ফিরে, নেই সম্মান লেশ।

শুকিয়ে যাবার আগে, শরীরের ঘাম
শ্রমিকের ন্যায্য মুল্য  কর পরিশোধ,
ধর্মের জ্ঞানে বলেন, প্রিয় হযরত
করোনা খাটো, কর্ম তুচ্ছ হোক।

কৃষক, জেলে, তাঁতি কিম্বা প্রবাস
এরাই ধন্য শ্রমিক, দেশের সম্পদ।
কর্মবিমুখ, অলস আজ  হুঁশিয়ার
শ্রমিকের গান গাও, মুছে অপবাদ।



## নতুন সূর্য আবার আসবে

পূর্ব দিগন্তে  নতুন সূর্য এসে
দেখাবে নতুন আলো,
ফুলে ফুলে আবার গন্ধ ছড়াবে,
চার দিকে দেখাবে ভালো।

আবার নতুন ভোর হবে,
ছড়িয়ে পড়বে নতুন প্রাণ,
শুভ্র সকালে সোনালি সিঁদুরে,
সকলে খুশিতে গাহিবে গান।

শুকিয়ে যাওয়া প্রতিটি শাখায়
শ্যামল সবুজ হয়ে উঠবে,
সারি সারি সব বৃক্ষরাজি
নতুন উদ্যম নিয়ে নাচবে।

অন্ধকারের বয়স একটি রাত
সকাল হওয়ার সাথে সাথে,
অন্ধকার তার, মুখ লুকিয়ে
পালিয়ে যাবে, দুর পথে।

কারণ একটি নতুন সূর্য
নতুন সকাল নিয়ে আসে,
আশার পথ ত্যাগ না করে
দিনের সিংহাসন নিয়ে বসে।

যদি মানব মনে বিশ্বাস থাকে
সূর্যের মতো নিজেকে গড়বে,
অতীতের সব গ্লানি ভুলে
পরিশ্রম তাকে কাছে ডাকবে।

শূণ্য গগনের সোনালী সিঁদুরে
হস্ত সানিলেও থাকবে অধরা
মানুষের পাশে থেকে ভালোবেসে
একদিন ঠিকই দেবে সে ধরা।

দুঃখই হলো জীবন মোহনা
যে থাই রয়েছে লুকিয়ে সুখ,
দৃঢ়-পদে ফেলে, হতাশা মুছে
চল ফের তবে, মিটিবে দুঃখ।

নতুন দিন আসার সাথে সাথে
পুরানো অতীত মুছে যাবে,
সোনালী আগামী কাল হয়ে
নতুন সূর্য আবার হাসবে।

পথ দেখাবে  প্রতিধ্বনিত হবে,
সোনালী রোদ, আবার ফুটবে,
উজ্জ্বল ভাবে দ্বিপ্ত ছড়াবে
দুঃখের কালো মেঘ, দূর হবে।

নীল আকাশ আবার সুন্দর হয়ে
একটি নতুন জায়গায় ফুটবে,
তারপর একটি নতুন সূর্য
একটি নতুন পথ দেখাবে।

## আধুনিক সমাচার

চারদিকে মোবাইল
পড়া-লেখায় বারোটা,
মনে এখন অনলাইন
কেড়ে নিলো লাজটা।

সাক্ষাৎ ফেসবুকে
ছবি থাকে আবডেটে
রঙ্গিন দিনগুলো
ভুলে এখন টিকটকে।

ছোট কচি বাচ্চার
নেই আজ নেই সুখ,
মোবাইল হাতে নিয়ে,
মা দেখে ইউটিউব।

খেলাধুলা বিনোদন
সব গেছে গোল্লায়,
ফ্রি ফায়ার ম্যাচ এখন
মোবাইলের পাল্লায়।

## মিছে চোর

বাড়ির পাশে ছোট বাগানে
দুলছে হরেক  ফল,
আঁধার রাতে হামলা চালায়
ছিটকা চোরের দল।

বড় ভাইয়ের চিন্তা করে
বলল, কি যে করি,
বলতো মনিক  চিন্তা করে
কেমনে চোরটা ধরি?



আমি একটু  দুষ্টু ছিলাম
বললাম ভাইয়ের কাছে,
মজার একটি বুদ্ধি আছে
থাকবে তুমি পিছে।

গাছের আরে বাঁধবে রশি
থাকবে সাথে বেল,
সেখান থেকে আসবে রশি
ঘর হবে তার জেল।

চোর যখন উঠবে ডালে
পড়বে তাহাই হাত,
লাঠি নিয়ে ছুটবে সাথে
ভাঙবে তাহার দাঁত।

এমনভাবে  বছর খানি
যখন হইল গত,
কেনা জানে ভাইয়ের হাতেই
হবে সে যে হত।

একদিন রাতে নামাজ শেষে
চলল বাগান পানে,
লিচু গাছের লিচু দেখে
লোভ হল তার মনে।

ছোট ভাইয়ে এক লাফেতে
উঠলো গাছের ডালে,
হাতে স্পর্শে উঠল বেজে
তাদের বাড়ির কুলে।

ঘণ্টা শুনেই বড় ভাইয়ে
ছুটলো গাছের দিকে,
অন্ধকারেই ধরল তাকে
মারলো হেকে হেকে।

নামলো এবার গাছ থেকে সে
লজ্জায় তার ছুঁই,
বড় ভাই তার হাত ধরেছে
কি, ছোট ভাই তুই!

# জ্ঞানের জয়

আরবের বুকে ছিল
মহা দুই ব্যক্তি,
জ্ঞানী আর শাহী বীর
যেন দুই মাস্তি।

শক্তিতে কুস্তিতে
শাহী এতোই পারঙ্গম
তার সম যত বীর,
হয় সবে নিজ্‌ঝুম।

জ্ঞানী বলে সে দেশে
ছিল এক রিক্ত,
সমাজের সব লোক
তাঁর ছিল ভক্ত।

এই দেখে  শাহী বীরের
মনে এলো হিংসা,
জ্ঞানী বলে তার কেন
এতো মান লিপ্সা?

বলে, শাহী ওহে জ্ঞানী
কই তোমার শক্তি,
জ্ঞানী বলে এতো  মান
এসো ধরি  কুস্তি।

জ্ঞানী বলে, ওহে বীর
আছে এক শর্ত,
যদি মান রাজি তবে
হও যদিও দক্ত।

খিল খিল হেসে বীর
কি বলো শর্ত?
এক ঘুষি তুমি খেলে
ঝরবে যে রক্ত।



তুমি বীর পালোয়ান
দেখাও দেখি শক্তি,
তারপরে হবে লড়াই
লাগে যদি কুস্তি।

এই ধর রুমাল
তুমি করো নিক্ষেপ,
কত দূর যায় দেখি
নাহি করো আক্ষেপ।

শাহী বীর কিরমিরে
রুমাল ছুঁড়ে মারলো
দুই তিন চার গজে
সে রুমাল পরলো।

এরপর জ্ঞানী তার
পালা এসে পড়লো
কিংকর  বেঁধে সাথে
রুমাল  ঝাড়লো।

শাহী বীর পালোয়ান
জ্ঞানীর শক্তি দেখলো,
লজ্জায় নিচু হয়ে
হার সে মানল।

জ্ঞানী বলে ওহে শাহী
কেন কর বড়াই,
শক্তির মান থেকেও
হেরে গেলে মেধায়।

## মহান রাজা

এক যে ছিল মহান রাজা
জনগনের করতো সেবা,
সত্য ন্যায়ের নিষ্ঠা যারা
রাজা ছিলেন তাদের বাবা।

রাজার ছিল একটি বানর
দৈনিক তাকে মারত চাবুক,
অবুঝ অধম বানর টিকে
মারছে কেন ভাবছে ভাবুক।

আমির-ওমরা নাজির প্রজা
করছে সবাই কানাকানি,
মহান রাজার তামশা দেখে
রাজ্য জুড়ে রটছে ধ্বনি।

রাজার নয় বুঝতে বাকি
রাজ্যে কেন কানাকানি,
মহান রাজা সেবক যিনি
বাদ দিলো ডাণ্ডা-পানি।

একটু একটু সামনে আসি
চলল বানর মুক্ত মনে,
দুষ্টু বানর সাহস পেয়ে
ছুটছে এখন রাজার পানে।

একদিন রাজা প্রজা নিয়ে
সালিশ নিয়ে আসেন বসে,
হঠাৎ বানর ছিটকে এসে
বসল গিয়ে রাজার পাশে।

আমির প্রজা দৃশ্য দেখে
চক্ষু নিচু করলো শেষে,
মহান রাজার মানহানীতে
বুঝল এখন ভুল সে কিসে।



ডকলো রাজা বললো সবার
উপদেশটা সবার উপর,
অবুঝ বানর ডণ্ডা-বেরী
কেন খেয়েছে সকাল দুপর?

যার সম্মান দাও মান
তার চেয়ে করনা দান,
অতি ভক্তি হারবে শক্তি
লুটবে দোস্তি হবে অপমান।

## একুশ

আমার হৃদয়ে ভুবনে বহিছে
উজ্জ্বল বর্ণ মালা,
যেই বর্ণের স্মৃতিবাণী ঘিরে
একুশ এনেছে মেলা।

একুশ দিয়েছে তরুণ হৃদয়ে
সাহস দীপ্ত ও প্রাণ,
বাংলার মাটি রক্ষতে ভূমি
বিলে দিতে তোর জান।

একুশে ঝরেছে রক্ত শহীদের
কেঁদেছে মাতৃ কোল,
থেমেছে দামামা উড়ছে আমামা
খুশিতে বাজছে ঢোল।

একুশ দিয়েছে মুক্ত চেতনা
মায়ের স্বপ্ন আশা,
দেশের জন্য জাতির জন্য
স্বাধীন বাংলা ভাষা।

## শেখ মুজিব

ইতিহাস বলে বাংলার বুকে,
এলো শিশু একজন,
বাংলা মায়ের শত দুঃখ দেখে
কাঁদে নির্জনে যার মন।

হতাশা জাতীর কপালে চড়েছে,
বহিঃশত্রুর কালো হাত,
খুঁজছে জাতি এমনি শিশু
যে ভেঙে দিবে তার দাঁত।

হাটি হাটি করে এলো বাংলার বুকে
এলো জাগাতে স্বপ্ন প্রাণ,
যার কণ্ঠে জাগলো বাংলা
নাম শেখ মুজিবুর রহমান।

## স্বাধীনতা

স্বাধীনতা এক শব্দ
এক রক্ত স্নায়ু যুদ্ধ,
মুক্ত স্বাধীন বন্ধনহীন
স্বদেশ গড়ার দীপ্ত।

স্বাধীনতা এক মাতৃ গৌরব
বিশ্বের বুকে হসি,
আত্ম-সম্মান শৌর্যে-বির্যে
শীর তোল ধর মসি।

স্বাধীনতা এক সম্ভ্রম
লাল সবুজের নিশান,
আত্মবোধ শক্তি রণে
মহীয়ান গরিয়ান।

স্বাধীনতা এক গর্ব
শত শহিদের প্রতিচ্ছবি,
তাদের গড়া বাংলাদেশ
সেলুট জানায় কবি।



## ভয়াল রাতগুলো

স্বাধীনতা এক ইতিহাস ভোলার নয়
বেঁধেছিল দামামা এক রক্ত ত্রাসী
রক্তে রঞ্জিত ছিল ভূমি
আকাশ ছিল অস্তমিত।

বাংলার আনাচে-কানাচে একই প্লাটফর্মে
লোচন জলে ভেসে ছিল
কত মা বোনের কান্নায়।

কত লাঞ্ছিত হলো
হিংস পিচাশ  পাক হায়নার হাতে।
চারদিকে শুধু লাশ
আর বারুদের গন্ধ।
হঠাৎ জেগে উঠল দুর্জয় দুর্বার এক স্বপ্ন
বাঙালির স্বপ্নে মর্মস্পর্শী হৃদয়ে
জাতির ভাগ্য ললাটে রাজ তিলক
বঙ্গবন্ধুর বজ্রধ্বনিতে
জেগে ওঠে বাংলাদেশ।

পরাধীনতার শৃঙ্খল, মুক্তির প্রবল
প্রত্যাশা বাংলার আবাল বৃদ্ধা বনিতার
সংগ্রাম সুচনার, ইতিহাস রচনার
ঝাঁপিয়া পড়ল অরুণ তরুণ বীর
শহীদ হলো ত্রিশ লক্ষ বীর
গড়লো বাংলাদেশ হলো স্বাধীনতা
নিভে গেল সে ভয়াল রাত গুলো।

# স্বাধীনতা মানে

স্বাধীনতা এক শব্দ, যে শব্দ
অন্তর গহীনে রয়েছে লুপ্ত,
ভাবায় ছমছম কল্পনায় কখনো
বা নিস্তব্ধ যন্ত্রণায়

স্বাধীনতা এমনিতেই আসেনি?
রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, রুদ্ধশ্বাস,
সে ইতিহাস কাঁদায় ভাবায়
ও অনুপ্রেরণা জোগায়,
তরুণ, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতার।
স্বাধীনতা শত মায়ের হাহাকার
কণ্ঠধ্বনি স্তব্ধ বঞ্চিত মুখ,
সেই পশ্চিমা হানাদার হায়নার
যারা কেঁড়ে নেয় বাংলার সুখ।
স্বাধীনতা মানেই শুধু লাশ
আর বারদের আতশি গন্ধ।
সাথে দুর্বার দুর্জয় স্বদেশ গড়ার
কোটি জনতার স্বাধীনতার স্বপ্ন।
স্বাধীনতা মানে বঙ্গবন্ধুর সূর
যার অনুপ্রেরণায় হয়েছে স্বাধীন
উড়ছে  পতাকা, বিজয় মিছিল
ফিরেছে সুদিন, অন্যায় হয়েছে দুর।



# এগিয়ে যাও বাংলাদেশ

দামাল ছেলে
যাও এগিয়ে
বিশ্ব বাসীর
তাক লাগিয়ে
মাঠ পেরিয়ে
দিগ্‌বী জয়ে
উঠুক জেগে
বাংলাদেশ।

চার ছক্কায়
দাও মাতিয়ে
বাঘের গর্জন
দাও শুনিয়ে
বিশ্ব দেখুক
জোরছে বলুক
সাবাস দেশ
বাংলাদেশ।

মাতৃ মায়ের
নিশান ওড়ে
গাও তারানা
মধুর সুরে
উঠুক জেগে
ভক্তি প্রেমে
নতুন করে
জাগুক দেশ
বাংলাদেশ।

## জোনাকি পোকা

ঝিকি-মিকি ঝিকি-মিকি জোনাকী পোকা
মুচকি-মুচকি হাসি
সন্ধ্যা ঘনিলে জ্বলে ঝোপের আরালে
তোমার বাতি রাশি।

আমি আকাশের দিকে চেয়ে দেখি
অযুত-নিযুত তারা
আবার পৃথিবীর বুকে জোনাকি পোকার
দেখি আলোর ধারা।

তুমি আলোর পাখি তোমার পুচ্ছে
জ্বলে নীল আলোটা,
প্রাণ আলো নিয়ে। জ্যোৎস্না হয়ে
মিটাও মানব মনটা।

## প্রজাপতি

প্রজাপতি রঙিন পাখা
কোথায় তুমি পেলে?
তোমার পরশ ছোয়ায়
ফুল পাপড়ি দোলে।

প্রজাপতি জেগে ওঠে,
সূর্য যখন হাসে,
মিষ্টি মধু আহরণে
ফুলে ফুলে বসে।

হালকা শূন্যে উড়ে
বসে ঘাসের পরে,
উল্কি এঁকে চুমে
সালাম জানায় তারে।

প্রজাপতি তুমি হলে
জীবন্ত রূপী ফুল,
প্রকৃতির মায়াবী শোভা
তুমি প্রেমের মূল।



## রংধনু

বৃষ্টি থামলে মেঘ সরে যায়
সূর্য উঠে আবার,
মেঘের আড়ালে মিষ্টি মুচকি হেসে
আলো দেয় সবার।

হঠাৎ আকাশে অর্ধ বৃত্ত হয়ে
সাত রঙের বাহার,
রংধনু হয়ে অব নেত্র নয়নে
প্রেমে পাগল তাহার।

বেগুনি, গাঢ়-নীল, লাল, সবুজ,
তার মাঝে হলুদ,
আসমানী, কমলা রং শোভা পায়
বর্ণিল তোরণে রোদ।

সাত রং দিয়ে তৈরি রংধনু
বৃষ্টির পরেই জ্বলে,
কষ্টের শেষে সুখ আসে ঘরে
রংধনু তাই বলে।

## শীত

শীতের বুড়ি আসছে তেড়ে
নিশির ভোরের দিকে,
কনকনে শীত দুষ্টু বাতাস
বইছে ফাঁকে ফাঁকে।

কৃষক ছেলে ভোর বিহনে
খেজুর রসে মুগ্ধ পানে,
মিষ্টি মাতাল কোমল ঘ্রাণে
ঠাণ্ডা হিমেল সুপ্ত মনে।

ডালে ডালে ঝরছে পাতা
শুভ্র সকাল শিশির ভেজা
খেজুর রসের পায়েস-পিঠা
শীতের স্নিগ্ধতায় দিচ্ছে মজা।

পুস্প-কুঞ্জে পাখির মেলা
থর থরে শীত, বেরতে মানা
বরফ-শীতল কুয়াশার ভয়ে
পাখির ছানা, বাজায় বীণা।

ভোর বিহনে সিক্ত শীতে
দুষ্টু মানিক লেপ জড়িয়ে,
শীতের রাণীর বিদায় কবে,
হিসেব কষে জড়িয়ে হৃদয়ে।



## শীতের আগমন

শীত ঝাপসা কুয়াশা অবগাহন
মানব জীবন অমূল্য পরিবর্তন।
পৃথিবীতে - যা সর্বদা সুন্দর।
জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র জীবন।

সমস্ত ঋতুর দৃশ্য চমৎকার,
তারা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য বাহার
জীবন শান্ত হোক বা হোক বিষণ্ণ,
সকল ঋতু আনে কিছু উপহার।

শীতকাল একটি শীতল স্বর্গ,
ধূসর দৈনন্দিন আনে অবকাশ।
পুরানো শরৎ মুছে আসে শীত
আচানক মনে ফুর্তি উল্লাস।

এরপরই আসে নতুন বছর
হিমশীতল বসে সিংহাসনে,
আকাশে তারার মেলায়
দোলা দেয়, স্বতঃস্ফূর্ত মনে।

প্রকৃতির জন্য, শীত একটি মুকুট,
পৃথিবী ক্লান্ত হয়ে শান্ত সুদূর,
হিম শীতল কুয়াশায় ডুবে
তামাম পৃথিবী জরিয়ে চাদর।

চমৎকার ভাবে শিশির বিন্দু সর্বত্র,
চকচকে, আশ্চর্যজনকভাবে স্বচ্ছ।
শীতকাল ছোট হলেও, বয়স বিশুদ্ধ
হলেও সব কিছুতেই সুন্দর।

## মেঘ

মেঘ স্বচ্ছ, উড্ডয়ন, যেন লজ্জাবতী,
যদি বজ্রপাত হয়, তখন নিষ্ঠুর, অভিমানী
দৌড়ানো, কখনো লুকানো, বায়বীয় খণ্ড
সূর্য মামাকে আঁচলে ঢেকে, আঁকে ছন্দ।

গোলাপী, ধূসর, রঙিন, নীল রশ্মি
সূর্যে প্ররোচিত আশ্চর্য আঁকা, প্রতিচ্ছবি,
আকাশের পানে কখনো ছায়াময় দ্রুতি।
তুলতুলে, যেন আঁকা, রং তুলিতে রবি।

দিনের সময়ের সাথে, করে লুকোচুরি
থাকে পাশে আকাশের শোভা হয়ে,
প্রকৃতি থেকে এক নিখুঁত চক্র
মেঘমালা হয়ে জলকে ধরে জড়িয়ে।

মেঘের পরশে ধরার বুকেতে উচ্ছ্বাস
আঁধার ঘনিয়ে বাতাস বইছে সাথে,
বৃষ্টি ভেজা দেহে মানব হৃদয়ে মনে
আসে রিক্ত-প্রেম, কবি তার কাব্য গাঁথে।

## ফুল

চারদিকে মনোমুগ্ধ সুবাস ছাড়িয়ে
কেঁড়ে নেয় প্রাণ,
ভালোবাসার ঢঙে মোহিত বাহারি রঙে
মানব নয়নে দান।

সুবাস ছড়িয়ে মানব গহীনে কল্পিত
ছবি আঁকে হৃদয়ে,
ফুলের সৌরভ বিলাতে গৌরব যেন
ধ্বনিতেছে এই ধরায়ে।

ফুলের সুবাসে ধরার বুকেতে যেন
শিহরণে সব জাতি,
মানব হৃদয়ে ফুলের মাধুরী আসুক
লটুক ভুল ভ্রান্তি।



## ঝড়

ঝড় ঝড় ঝড়
তুমুল বেগে আসছে
ভেঙে শত ঘর।

ঝড় ঝড় ঝড়
হিমেল বাতাস বইছে
ডেকে শোঁ শোঁ স্বর।

ঝড় ঝড় ঝড়
নদীর তরঙ্গে ঢল
মাঝির ভীষণ ডর।

ঝড় ঝড় ঝড়
গগনবিদারী ডাক
শুনে মনে ঠকঠাক।

ঝড় ঝড় ঝড়
আকাশ বড্ড ভার
বৃষ্টি নামবে এবার।

ঝড় ঝড় ঝড়
ওলী-রুহান কোথায়
আম কুড়াতে চল।

# বৃক্ষ

ধরার বুকে উঁচু করে শীর
পেখম মেলে দৃঢ় পদে স্থির,
রিক্ত শানিত হস্তে
বিলায় শান্তি অনাবিল।

মানবের প্রাণে নিঃশ্বাসে দানে সজীব
বৃক্ষের সাথে মানব মিতালী আজিব
অনবরত খাদ্য আহরনে,
মানব জীবন সাবলীল।

ওষুধ, খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ-বাসস্থান
সুমিষ্টি সুফলা অমৃত সুষম ফলদান,
শাপলা-পদ্ম জলজ
দেখে নাচে খালবিল।

সূর্য খরতাপে নিষ্কাশন দানে উদ্ভিদ
বনায়ন ধ্বংসে প্রভাবে মানুষ শহিদ,
সমাজ পরিবেশ রক্ষায়
বনায়নে হও ফুলফিল।

উষ্ণতা বেড়ে, জল সংকটে বিশ্ব
বুনো বৃক্ষ বাড়ি-আঙিনা চতুষ্পার্শ্ব
বৃক্ষ আছে বলেই
পৃথিবী হাসে খিলখিল।

সবার হৃদয়ে পন, করি আয়োজন
মানব প্রজন্ম বাঁচাতে এ বৃক্ষরোপণ,
পাখিরা বাঁধবে বাসা
ধ্বনিবে পতঙ্গের কিলবিল।



# শরতের বার্তা

নব্য রূপ ছড়াতে ধরাতে,
শরৎ এসেছে, আজ,
উদয় ভাস্কর, নীল আকাশে
সোনালী রশ্মির সাজ।

ঋতুর সাথে সাথে বাগানে
এসেছে রং, ক্ষেতে
শেফালী কামিনীও ফুটেছে,
প্রকৃতি সেজেছে নববধূতে।

শুভ্র সকালে শিউলি-বেলি
শরৎ হলো ঋতুর রাণী,
তটিনী তীরে হাসে কাশফুল
অপরূপ রূপে ধরণী।

লেকের শীতল জল ছুঁয়ে
ঝিরঝির বাতাস এসেছে,
বৃষ্টি-রোদের লুকোচুরি
কখনো এ ঋতু খেলছে।

শুভ্র সুগন্ধি সেবন্তী
ছড়িয়েছে নতুন ছায়া,
সব মানুষ খুশি, ঋতুতে
জগতে এনেছে মায়া।

# স্বাগতম হেমন্ত ঋতু

এক অপরূপ রূপে  সজ্জিত হেমন্ত ঋতু,
শরৎ নিয়েছে বিদায়, দিয়ে কুয়াশার সেতু।
শিশির সকালে ভেজা, ঘাস হালকা কুয়াশায়,
প্রকৃতিতে বেজে ওঠে, শীতের আগমনী বার্তায়।
ঘাসের মাথায় হীরার মতো, শিশির ঝলমল,
বাগানে শিউলি কামিনী ফুলের ঘ্রাণে টলমল।
সোনালি পাকা  ধান, ঘরে তোলার হিড়িক
কৃষক- কৃষাণি, মাতে আনন্দে, সবাই  বেদিক।
বৈচিত্র্য রূপে চলে শীত-গরমের  খেলা,
সকালে ঠাণ্ডা দুপুরে উত্তপ্ত সূর্যের মেলা।
বাংলাদেশে এ ঋতুতেই প্রধান ফসল ধান,
সারা বছরের মুখের অন্ন এ সময় জোগান।
মহাজন থেকে ধার নেওয়া, সব  পাওনায়
পরিশোধের সুযোগ হয়, ঘরে  ফসল আনায়।
হেমন্ত এলে পাল্টে যায়   মানুষ ও প্রকৃতি
ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব, চারদিকে সম্প্রতি।
গ্রাম বাংলায় পায়েস পিঠার কত  আয়োজন,
চিড়া-মুড়ি খইয়ের স্বাদে আরো নানা রন্ধন।
হেমন্ত এলে খুশিতে জেলে, ছোটো নৌকায়,
মাছ ধরার সাড়া পড়ে, খালে বিলে ডোবায়!
হেমন্ত এলে মানব মনে খুশিতে বাজে বাঁশি
মুখের হাসিটা অন্য সময়ের  চেয়ে বেশি।



# রাত

তামাম বিশ্বে রং ছিটিয়ে
রাতের পরশ মেলে,
মনে হয় তার মেশক অম্বর
সুঘ্রাণে মাতিয়ে তোলে।

রাত আপনার সৌরভ বিলে
গৌরবে সবে দোলে,
মানব সকল তোমার ঘ্রাণে
দখিনা জানালা খুলে।

তোমার প্রদীপ দীপ্ত হলে
সোনালী তিলক পড়ে,
আকাশের ঐ তারকা মেলা
যেন বাগানের খেলে।

তোমার হৃদয়ে বিজলী চম্‌কালে
মেঘের কেশের জারে,
যেন চেহরায় মিষ্টি বসন্ত
গলাই মুক্তা ঝরে।

তোমার প্রেমে সকল সৃষ্টি
কাজলে বরণে নেয়,
বুকের গহীনে মোদের বাধনে
প্রীতিতে বাঁধিতে চায়।

দিন তার স্বীয় প্রাণ হারিয়ে
রাতের কসম খায়,
তাহার রাজ্যে সকল মাখলুক
তার মহত্ত্ব গায়।

## বৃষ্টি

আকাশ ঘনিয়া মেঘ
এলো ছুটে বৃষ্টি,
রাজপথে ডাবা নলে
হল ক্ষতির সৃষ্টি।

দিন ভর টুপ টাপ
নেই যেন ক্ষান্ত,
দুর্ভোগে যাত্রিরা
হলো সবে ক্লান্ত।

টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ
আসে যখন বৃষ্টি,
বাতায়নের ফাঁকে বসে
খুকি দেয় দৃষ্টি।

বৃষ্টি মনে আনে  তৃপ্তি
আচানক দেয় ছুঁয়ে
ছিমছিম পরশ বুলে
হৃদয়ে আনে স্বস্তি।

বৃষ্টি নয়নাভিরাম প্রকৃতি
দিপ্রহর আকাশ জুড়ে
আঁচলে মেঘের কেশে
থাকে নয়ন জুড়ে।



## বৃষ্টিতে হাঁটা

আমার কাছে মনে হচ্ছিল বৃষ্টি কাঁদছে,
সে আমাকে ফিসফিস করে বলল, যে সে গান গাইছে,
হ্যাঁ, রংধনুর নীচে
আমাকে হাঁটার জন্য ডাকছে।

আমি, কবি তার আহ্বানে তৎক্ষণাৎ ভাবি
বৃষ্টির সাথে হাঁটতে বের হই, শুনি মিলনের ধ্বনি
একসাথে আমরা যাই মেঘের অপ্রত্যাশিত পথ ধরে
খোলা আকাশের নিচে।

মেঘের খোলামেলা কেশ, এলোমেলো বদন
স্বর্গের খিলানকে সজ্জিত করে,
এটি কত সুন্দর, আমি অপেক্ষা করছি
আমি কল্পিত অলৌকিকতায় সব ভাবছি।

রঙের একটি বিস্ময়কর রংধনু,
আমি যথেষ্ট দেখতে পারি না, আমি দৌড়ে যাই
অস্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করতে।
মুগ্ধ হই আকাশের গলায় মালা দেখে।

একটি সরস জলরঙের অলৌকিক ঘটনা
আমার আত্মায় বাস করে,
উজ্জ্বল রং সর্বত্র রয়েছে
এবং আমার আত্মা প্রস্ফুটিত হচ্ছে!

আমার পৃথিবী অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,
আমার চারপাশের সবকিছু আলোকিত হয়েছে,
এটি এমন একটি হাঁটা, মনের ফ্রেমে বাঁধা
বৃষ্টির সাথে হাঁটা!

# খেজুরের রস

ঠাণ্ডা উত্তাল হাওয়ায়
তৃষ্ণা মোরা মিটায়,
খেজুর রসে গন্ধ সাধে
পান করে মন জুড়ায়।

খেজুর রসের গুরে
শিরনী, পায়েশ, মিঠায়,
হরেক রকম পিঠা
খেজুর রসে বানায়।

দুষ্টু খোকন ছেলে
চালায় সাহসী অভিযান
মধ্যে রাতে খেজুর গাছে
চুরি করে রস পান।

পাশের গাছের আড়ে
রসের হাঁড়িতে বসে,
কাঠবিড়ালী, চড়ুই দেখে
তিড়িং বিড়িং হাসে।



# ফিলিস্তিনের আর্তনাদ

হায় ! আমার চোখ, যেন চোখ নয়
বরং অশ্রুজলে পরিপূর্ণ ঝর্ণাধারা,
হায় ! আমার জীবন, যেন জীবন নয়
বিভীষিকাময় আর্তনাদ এক জীবন্তকয়লা।

এই পৃথিবী যেন পৃথিবী নয়
বরং অন্যায়, অবিচারে মায়াহীন এক মরুভূমি,
হায় ! মুসলিম উম্মাহর প্রথম কিবলা পবিত্র ভূমি
ফিলিস্তিনের গর্ব " মুকাদ্দাস" সকলের অন্তরে তুমি

সোনার ফ্রেমে বাধা ছিল শান্তির প্রতীক হয়ে
কিন্তু আজ প্রভাত রাঙা স্নিগ্ধ সকালের
কমল পরশের ছোয়া দেখা যায় না
তাঁর আঁচলে অসভ্য হিংস্র পশুদের বাস।

যারা কুৎসিত শয়তান নরক থেকে বের হয়ে
ফিলিস্তিনিদের জীবনকে নাশ করছে,
মানবের জীবন মানসকে মেঘাচ্ছন্ন করে
হৃদয় বানে ভালোবাসার মূর্তিকে বিলীন করছে।

মানবতার সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে
শান্তির পারাবত গুলো সবুজ জলপাই পাতার
অন্তরালে লুকিয়ে হাহাকার করছে,
আর শান্তির জন্য প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছে।

হে প্রভু ! ফিলিস্তিনের অসহায় জাতীকে
জুলুমের জুলুম থেকে রক্ষা কর!
আর ধর্ম ও মানবতার অনিষ্টকারী ইজরায়েল
তাদেরকে বুঝ দাও না হয় উৎখাত করো।

# চলো ফিলিস্তিনে

বীর মুজাহিদ চল ছুটে আজ
করতে জয়ী ফিলিস্তিনের,
দেখ আযাদীর মুখ টুটে ঐ
দিশাহারা আজ তাদের।

হায়নারা সব করছে বিনাশ
দেখ ফিরে ওই মুসলিমের,
রক্ত চুষে ফুটছে ত্রাসে
কাঁদছে জমিন মজলুমের।

ডাকছে এবার চল জিহাদে
খতম করতে দুশমনের,
হাকবে এবার ঢাল-তলোয়ার
কবর হবে নাস্তিকের।

ধর পতাকা জয় নিশানের
হোক শ্লোগান তাওহীদের,
নর পশুরা হোক নিপাত আজ
হোক আবাদ হোক ইসলামের।



# স্মৃতি

কত স্মৃতি দেয় হৃদয় আনন্দ,
কত স্মৃতি দেয় ব্যথা,
অতীতের কথা সুপ্ত স্মৃতি
সোনালী দিনের গাঁথা।

তাজমহলের রূপ দেখিয়া
হৃদয়ে স্নায়ু দোলা,
শাহজাহান তার মমতাজ লাগি
পড়াইয়াছে প্রেম মালা।

হৃদয়ের যত আবেগের ছবি
অশ্রু সিক্ত তাঁর
ভালোবাসায় তার অতুল দৃষ্টি
শত স্মৃতি মানে হার।

কত স্মৃতি আছে বেদনায় ভারী
রক্ত স্রোতের দ্বার,
ইতিহাস তার দিচ্ছে সাক্ষী
ঐ কারবালার  হাহাকার।

ইমাম হোসেন সত্যের লাগি
নাহি নত শির তার,
ইয়াজিদ তাঁর লুফে নিলো জান
পেল লাঞ্ছনা ধিক্কার।

আজও স্মৃতি বাজে মুসলিম মনে
কাঁদে  হায়! হায়!  হুসাইন,
এই পৃথিবী, রবে যত দিন
মানব হৃদয়ে তিনি উচ্চাসিন।

## অপরাধ

এসেছি ধরায় প্রভুর নিয়তি
জ্ঞাপন দিনুতে আজ,
মতিভ্রমে সব ভুলেছি নছিহত
বিফলে কর্ম- কাজ।

দম্ভ দহনে বিবেক হরণে
নেশায় ডুবিয়া মন,
প্রভুর স্মরণ ভুলিয়া অভাগী
খুঁজেছি শুধু ধন।

যে প্রভু মোরে পাঠিয়েছে ধারায়
শুধু অর্জিতে জান্নাত,
দুনিয়ার মোহে ছুটছে যারা
ধরেছি তাদেরই হাত।

ধর্মবীনে ধার্মিক দাবী
এক মূর্খতা সম্ভার,
ভর্ৎসনা তার দাম্ভিক লোপনে
ধিক কুৎসিত অন্তর।

ধর্মের দানেই তাপস্য ভক্তই
হয় প্রেমিক আল্লার,
অন্যায় তারে পারেনা রুখতে
অপরাধ মানে হার।

যার অন্যায়ে কাঁপেনা হৃদয়
দম্ভে চলনে বল,
পাপিষ্ঠ সে দাম্ভিক সে
তার ধর্মহীনতার ফল।

যুগ যুগ ধরে নাস্তিক যারা
ধর্মে আঘাত হানে,
করিতে তুষ্ট যারা শয়তান
তাদের মস্তক পানে।



## নারীর বন্দনা

তুমি সুন্দরী তুমি অনুপমা
তুমি মাধুরী তুমি প্রিয়তমা।
তুমি অপস্বরা তুমি মায়াবীনী
তুমি ছায়াছবি তুমি আলাপনী।

তুমি সাগরিকা তুমি চন্দ্রিমা
তুমি হিমালয় তুমি রদ্রিমা।
ডানাকাটা তুমি হুর পরি
তুমি তাপসী বাহারি নারী।

তুমি কবিতা আমি কবি
তুমি মহামায়া তুমি দেবী।
তুমি সুবর্না তুমি সুরঞ্জনা
তুমি সৃষ্টি তুমি অঞ্জনা।

তুমি রোদেলা হিমাদ্রীর
তুমি কল্পনা রং তুলির।

## কল্পনা

কত কল্পনা করি গো বন্ধু
বসিয়া মনেতে একা,
জীবনের সব বলিব কথা
পাইলে তোমার দেখা।

কতজন আসে মোর ফুলবন
তবুও মনে হয় নির্জন,
লক্ষ মানুষ চায়নি আমি
চেয়েছি একটি মন।

যেই  মানবের জন্য আমি
হৃদয় রেখেছি ফাঁকা,
কোকিলের মতো গেয়েছি গান
বেদনার তীরে একা।

কত সুন্দরী ফুলের মালা
পরাতে চেয়েছে এসে,
কারো ফুলমালা ধরেনি হাতে
ভয়, মিছে প্রেম যদি আসে।



## প্রিয়তমার সন্ধান

একটি মানুষ পায়নি আমি
এই ভুবনের পরে,
যে আমার চির সুন্দরী হবে
নিবে আপনার কোলে।

পাগল মনটা কেন জানি মোর
দারে দারে ঘোরে শুধু,
কে যেন হৃদয় হারিয়েছে
করিয়াছে মোর জাদু।

কোথায় সেই যে প্রিয়তমা মোর
কোথায় আছো গো তুমি,
সারাটি জীবন কাটাব আমি
তোমার কদম চুমি।

প্রিয়তমা যদি দেখা দিতে আজ
ঈদ হতো মোর সন্ধ্যা-সাজ,
হৃদয়কে মোর উজার করিয়া
দিতাম তোমার মাঝ।

## স্বপ্নের রাজকন্যা

আমার সাধের রাজকন্যা
সালাম তোমার তরে,
তোমার চরণে ভালোবাসা মোর
শুভেচ্ছা তার পরে।

তোমার স্মরণে মলিন বদনে
ফেলিয়াছি কত জল,
সেই কথাটি বুঝাতে তোমার
করিয়াছি কত ছল।

যেই ফুল আমি বাসিতাম ভালো
তোমাকে দিলাম তাহা,
তোমারও জবাব দিলাম আজিকে
জানাইতে চেয়েছো যাহা।

ফুলকে বন্ধু করিয়া গ্রহণ
করিও না অপমান,
তুমি যদি প্রিয় ভালোবাসো তারে,
দুঃখ হবে অবসান।

ফুলের জবাবে চাইনাকো ফুল
চাই এতটুকু জল,
দিবে কি প্রিয়া ভালোবাসা মোর
যা জীবনের সম্বল।



## তোমাকে ভালোবাসি

তোমাকে ভালোবাসি চিরকালের জন্য
যদি এখন অনন্তকাল বিদ্যমান থাকে,
তোমার মোহনী নয়নকে ভালোবাসি
যেমন গ্রীষ্মের সূর্য অবনীতে তাকিয়ে থাকে।

তোমাকে ভালোবাসি সূর্যের মতো
যে আকাশে দাঁড়িয়ে আছে,
তোমাকে কাব্যর মতো ভালোবাসি
যেখানে তোমার উষ্ণ হৃদয় স্পন্দিত হয়।

তোমাকে সেই আলোর মতো ভালোবাসি
যেখানে জীবনের শিখা জ্বলে,
তোমার  কমল কেশ ভালোবাসি
যার ছোঁয়ায় আমার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি।

নীরবতায় তোমাকে ভালোবাসি
হিমালয়ের মত আরো বেশী,
ভালোবাসি যেখানে সুন্দর ফুল ফুটে
তোমাকে ভালবাসি তার চেয়ে বেশি।

## তুমি আমার

তোমার চোখে সেই আলোর মোহনা
যেই আলো  আমাকে পথ দেখায়
চুপে চুপে আমাকে ডেকে আনে,
কারণ সবকিছুই তোমার থেকে শুরু হয়।

তোমার কথা পূর্ণতায় অসীম
যা তোমার হাসির জন্য খোলে,
তোমার প্রতিটি শব্দ মুক্তো ছড়ানোর
আমার দৃষ্টিকে শোভিত করে,

তোমার বাহুগুলি হল গ্রীষ্ম
যা আমাকে রাত থেকে উদ্ধার করে,
অতল গহ্বর থেকে, একাকীত্ব থেকে।
আমার মন রাঙ্গাতে সাহায্য করে।
আমি তোমার বাহুকে আলিঙ্গন করি,
আমি প্রতিটি শাখার মতো আঁকড়ে থাকি

যা শূন্যে পৌঁছে যায়, পতন রোধ করতে,
হৃদয়ের বেদনা মুছে দিতে নিজেকে অর্পণ করে।
তুমিই প্রেম, সেই যে কবিতার জন্ম দেয়
যে আমার কলমকে অনুপ্রাণিত করে
যা আমার ভাষাকে খুঁজে বের করে
মুহূর্তে মধ্যে এটিকে অসীম করে তোলে।

তুমি বিরহ ! যখন বুঝি তুমি  সাথে নেই।
কারণ আমি  তোমাকে মিস করি,
আমি তোমাকে সবসময় ভালোবাসি
কারণ তুমি আমার স্বপ্নের রাজবধূ।



## যদি ফুল হতে

তুমি যদি ফুল হতে
গাঁথিতাম  মালা,
মালা পরে ঘুচাতাম
হৃদয়ে জালা।

ফুল হও নাই প্রিয়
হয়ে যাও মুকুল
তোমারে বানাবো আমি
আমারই কানের দুল।

দুল তুমি নাই হলে
ক্ষতি নাই তাতে,
বানাবো মিতালী আমি
আকাশের সাথে।

আকাশের পানে তুমি
দাও শুধু দৃষ্টি,
তারা হয়ে চুমিবো
পেতে মনে তৃপ্তি।

## শীতের সকাল

শীতের সকালে আকাশ ফ্যাকাশে
যেন শুভ্র তুলোয় ভাসে,
কুয়াশার চাদরে নরম রশ্মিতে
ধরার মাটিতে, নেমে আসে।

দূর থেকে শিশির দেখায় মুক্তো
ঘাসে-ধানক্ষেত জুড়ায় নয়নে,
রোদে ঝলকে ,পাকা ধানের শিষ
কখনো নাচছে ক্ষনে ক্ষনে।

বিস্তীর্ণ মাঠে সরিষা ফুটেছে
জড়িয়ে হলুদ চাদরের মতো,
খেজুরের রসে গন্ধে মৌ মৌ
ভাপাপুলি পিঠার আয়োজন শত।

ভোরের সকালে শীতে জবুথবু
কৃষক-শ্রমিক এই শীতে কাবু।
আগুনের উম, নেয় বসে দাদু
কম্বল মুড়ে কাঁপে খোকা বাবু ।



## বিদ্যা

বিদ্যা আমার বন্ধু,
কিতাব আমার সাথী
দিনের বেলায় বন্ধু কিতাব
রাতের বেলায় বাতি।

শিক্ষক আমার গুরু,
শিক্ষা আমার ধ্যান.
শিক্ষা আর শিক্ষক মোদের,
সব চেয়ে আপন।

সত্য আমার শক্তি
আনে হৃদয়ে শান্তি ,
সত্য কথা তিক্ত হলেও
রুখবে সকল ভ্রান্তি।

এসো শিশু কিশোর
দৃঢ় করি শপথ,
মানুষের মতো মানুষ হতে
ধরি জ্ঞানের রথ।